তারিখ 8 JUL 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

যুগান্তর

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা নিবন্ধন ও অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ হচ্ছে

থাকছে না এনটিআরসি

যুগান্তর রিপোর্ট

বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসি)। এর পরিবর্তে গঠন করা হচ্ছে 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা, নিবন্ধন ও অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ'। নতুন এই অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ সারাদেশের বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তদারকি ও অনুমোদন, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করবে। বর্তমানে এনটিআরসি কেবল বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদানেচ্ছুদের পরীক্ষা নিয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে থাকে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সারাদেশে

হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

হচ্ছে : কর্তৃপক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদানের নামে একশ্রেণীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট-বাণিজ্য, নিম্নমানের ডিগ্রি প্রদান, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ এবং সর্বোপরি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সরকার এ উদ্যোগ নিয়েছে। আগের প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে অধ্যাদেশের মাধ্যমে; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, অধ্যাদেশের খসড়া ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গেছে। উপদেষ্টা পরিষদের আগামী সভায় এটি তোলা হবে। খসড়া অধ্যাদেশের ওপর মতামত নেয়ার জন্য সোমবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠক হয়।

সূত্র জানায়, নতুন অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষকে অধিক ক্ষমতাবান করার লক্ষ্যে এর গঠন কাঠামোতে আনা হয়েছে আমূল পরিবর্তন। বাড়ানো হয়েছে কার্যপরিধি। নির্বাহী বোর্ডের পরিবর্তে কাজ করবে ২২ সদস্যের শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরস। বোর্ড অব গভর্নরসের প্রেসিডেন্ট হবেন শিক্ষামন্ত্রী বা উপদেষ্টা, আর প্রতিষ্ঠানের প্রধান হবেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন, শিক্ষাবিদ। বিগত আইনে এ পদে আমলাদের নিয়োগের পথ খোলা থাকলেও এবার রুদ্ধ করা হয়েছে। অভিজ্ঞ এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী বিশিষ্ট ও প্রবীণ অধ্যাপক, চেয়ারম্যান হবেন কর্তৃপক্ষের। আর বোর্ড অব গভর্নরসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন শিক্ষা সচিব। অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী অঙ্গ থাকবে। চেয়ারম্যান হবেন প্রধান। এই অঙ্গের পাঁচটি বিভাগ থাকবে।

অধ্যাদেশে মোট ২৪টি প্রধান ধারাসহ অসংখ্য উপধারা রয়েছে। আগের আইনের অধিকাংশ ধারা বহাল থাকলেও উল্লেখযোগ্য যেসব পরিবর্তন আসছে, তার মধ্যে ৮-এর গ ধারা সংশোধন করে বিএড, এমএড এবং সমমানের কোর্সের মানোন্নয়নের দায়িত্ব ও কার্যক্রম এখন থেকে এই কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। মূলত এ ধারায় বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে নেয়া হয়েছে।

ও অনুষদকে পুনরায় অনুমতি নিতে হবে এবং প্রাথমিকভাবে দু'বছরের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। মানসম্মত শিক্ষাদান ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে পরবর্তী সময়ে ৫ বছরের অনুমতি দেয়া হবে এবং তা ৫ বছর পরপর নবায়ন করতে হবে। বিএড বা সমমান ডিগ্রি ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে না; আর এই ডিগ্রি এনটিআরসি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে।

তিনটি স্থায়ী কমিটি শিক্ষক শিক্ষা ও যোগ্যতার মান, শিক্ষক মূল্যায়ন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাক্রিডিটেশন দেবে। আগে প্রণীত আইনের সঙ্গে নতুন আইন সাংঘর্ষিক হলে নতুনটিই কার্যকর হবে। অধ্যাদেশ জারির পর এনটিআরসির সম্পদ, জনবল, দেনা-পাওনা নতুন প্রতিষ্ঠানের হয়ে যাবে।

নতুন আইন অনুযায়ী ছুটি করেই প্রধান শিক্ষক হওয়া যাবে না। সহকারী শিক্ষকরা সহকারী প্রধান এবং সহকারী প্রধানরা প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পাবেন। আর তারা ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার পরই যোগদান করবেন না। ম্যানেজিং কমিটি শুধু একটি প্যানেল তৈরি করে অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের মতো)। সেখান থেকে অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ একজনকে নিয়োগ দেবে।

২০০৫ সালের আইনে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাড়া অন্যদের নিয়োগের কারণে শাস্তির বিধানের কথা উল্লেখ নেই। সংশোধিত অধ্যাদেশের ১২ ধারায় (আগের আইনের ১০ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপধারা হিসেবে) শাস্তি নির্ধারিত করে বলা হয়, এ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব আর্থিক সুবিধা সরকার বন্ধ করে দেবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকও বেতন-ভাতা পাবেন না। এছাড়া মানসম্মত শিক্ষাদানে ব্যর্থতার দায়ে শিক্ষক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি ও অনুষদের অ্যাক্রিডিটেশন স্থগিত বা বাতিল করবে। এ লক্ষ্যে শর্তাবলী ও বিধি প্রণীত হবে।

এখন থেকে বিএড কলেজের অনুমোদন দেবে এ প্রতিষ্ঠান। অধ্যাদেশ জারির পর বিনা অনুমতিতে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা কোর্স পরিচালনা করা যাবে না। অনুমতি ছাড়া কোর্স পরিচালনা করলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেরও অধিভুক্তি সাময়িক বাতিল হয়ে যাবে। এজন্য প্রতিদিন ১০ হাজার হারে টাকা জরিমানা হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইন্সটিটিউট